বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম

সূত্র নং- ১৮.১৬.০০০০.৩৫২.৬২.০৮২.১৭- ১৯৭৮ তারিখঃ ২৬-০৯-২০১৭খ্রিঃ

বিষয়ঃ- শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ বেগম ইয়াসমিন আফসানা
নির্বাহী পরিচালক (অর্থ)
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

সভার তারিখ ও সময় ঃ ২৬.০৯.২০১৭ খ্রিঃ সময়ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

সভার স্থান ঃ বিএসসি, কনফারেন্স রুম,
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

সভার উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নামের তালিকাঃ পরিশিষ্ট "ক"।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) জনাব মোঃ নওয়াব আসলাম হাবীব সভাকে অবহিত করেন যে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নীতি-নৈতিকতার মান উন্নয়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার নির্ধারণপূর্বক তা মন্ত্রণালয় ও কেবিনেটে পাঠাতে হবে। তিনি গত নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহ সভাকে অবহিত করে জানান যে, বিভাগীয় প্রধানগন কর্তৃক বিভাগ ভিত্তিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম নৈতিকতা কমিটিতে প্রদান করবেন। পরবর্তীতে সভা অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

০২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত সভা সম্পর্কিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষ্যে অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত সভার রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট বিভাগ অর্থাৎ **চার্টারিং এন্ড ট্র্যাম্পিং বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগ হতে প্রশাসন বিভাগে প্রতি মাসে প্রেরণ করতে হবে।**

০৩। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) বলেন, নৈতিকতা সমন্বিত ও সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত/মতামত প্রদানে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবিচল থাকতে হবে। বেনামী পত্র দেয়া বন্ধ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এমন কোন কাজ করা হতে বিরত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ফ্রন্ট ডেস্কে একটি Transparent অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। কারো কোন অভিযোগ থাকলে তা এই বাক্সে ফেলার অথবা সরাসরি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে বলার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে তিনি সবাইকে দায়িত্বশীল পদে থেকে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করার পরামর্শ দেন এবং আইন ও বিধি মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করণে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। কর্মস্পাদন প্রক্রিয়াতে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন করতে হবে।

০৪। দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইলিং ব্যবহারের বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন যে, ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ১৩৯ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের অবস্থান ১ম মাসে ছিল ৩৯ তম, ২য় মাসে ৪৬ তম, ৩য় মাসে ৬৬ তম এবং ৪র্থ মাসে ৭৩ তম। তিনি বলেন ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তির হার ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামছে তাতে করে মন্ত্রণালয়ের কাছে বিএসসি'র ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। তিনি বলেন, Internal সকল নথি, নোট ইত্যাদিও ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে। এতে করে ই-ফাইলিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিএসসি'র অবস্থানের কিছুটা অগ্রগতি হবে।

০৫। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যে প্রনোদনা দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন সে বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন এবং সে লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ সালের সংশোধিত বাজেটে ৫ লক্ষ টাকা বাজেট রাখার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে জানানো হয় যে, নভেম্বরে সংশোধিত বাজেট যাবে যাতে শুদ্ধাচার বিষয়ক বাজেট ৫ লক্ষ টাকা চাওয়া হবে। সদস্য-সচিব বলেন, শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচনের জন্য এখন হতেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনিটর করতে হবে।

০৬। সভায় অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বিএসসি'র জাহাজী কর্মকর্তাদেরকে এই সভায় উপস্থিত থাকার বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনান্তে বিএসসি'র জাহাজী কর্মকর্তাদেরকে এই সভায় উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এই সভাটি মাসিক ষ্টাফ মিটিং এর সাথে করা যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনাকালে সকলে মাসিক ষ্টাফ মিটিং এর সাথে এই সভাটি করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং সে মোতাবেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৭। সভাপতি বলেন, যার যার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাসময়ে সম্পন্ন করাটাই হলো সবচেয়ে বড় শুদ্ধাচার। তিনি বলেন এই ধরনের সভার মাধ্যমে মানুষের বিবেক শাণিত হয়। বিবেকের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ কোন কার্যক্রম ঘটানোকে বারিত করাই হলো নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখা। আর পরিশুদ্ধ জ্ঞান, চিন্তা হতে আগত সিদ্ধান্ত অবশ্যই জনকল্যানমূলক হবে। প্রতিদিন সকালে এসে কম্পিউটারে বিএসসি নথি ওপেন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে ছোট পরিসরে হলেও ই-ফাইলিং এর উপর পুনরায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, ই-ফাইলিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১৩৯ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিএসসি যেন পিছিয়ে না থাকে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে। বিএসসি'র অধঃগতিকে পুনরায় উর্ধ্বগতির দিকে ধাবিত করতে হবে।

০৮। পরিশেষে সভাপতি সকলে মিলে একটি ন্যায়ভিত্তিক শুদ্ধাচারী এবং দুর্নীতিমুক্ত সুশীল সমাজ গঠন করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬.০৯.১৭

(ইয়াসমিন আফসানা)
নির্বাহী পরিচালক (অর্থ)
ও
সভাপতি

বিতরনঃ কমিটির সকল সদস্য।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) ঃ-

০১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)।

০২। নির্বাহী পরিচালক (অর্থ)/(প্রযুক্তি)/(বাণিজ্য), বিএসসি, চট্টগ্রাম।

০৩। সকল বিভাগীয় প্রধান, বিএসসি, চট্টগ্রাম/ঢাকা/খুলনা।

০৪। সহকারী মহাব্যবস্থাপক টু, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএসসি, চট্টগ্রাম।